আকীদাতুত তহাবী

[বিশুদ্ধ আকীদার কালজয়ী সংক্ষিপ্তসার]

ইমাম আবু জা'ফর
আহমাদ আত-তহাবী রহ.

মাওলানা তানজীল আরেফীন আদনান
অনূদিত

আকীদাতুত তহাবী

[বিশুদ্ধ আকীদার কালজয়ী সংক্ষিপ্তসার]

ইমাম আবু জা'ফর আহমাদ আত-তহাবী রহ.

অনুবাদ

মাওলানা তানজীল আরেফীন আদনান

নজরে সানী

শায়খ ইউসুফ ওবায়দী

তাখাসসুস ফিল হাদীস, মারকাযুদ দাওয়াহ আল ইসলামিয়া ঢাকা

উস্তাযুল হাদীস, মারকাযুল কুরআন ঢাকা

আকীদাতুত তহাবী

ইমাম আবু জা’ফর আহমাদ আত-তহাবী রহ.

প্রথম প্রকাশ
সফর ১৪৪৬ হিজরী, আগস্ট ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ।

প্রচ্ছদ ও পৃষ্ঠাসজ্জা : মুহারেব মুহাম্মাদ
প্রুফ সমন্বয় : হুসাইন আহমাদ
মুদ্রণ ও বাঁধাই ব্যবস্থাপনা : মামণি প্রিন্টার্স, ০১৭৩৮৮৭৮৭৮০

অনলাইন পরিবেশক
Rokomari.com | Wafilife.com
Jazabor.com | khidmahshop.com

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য : ৩৬ টাকা

তিলে তিলে গড়ি বিজয়ী প্রজন্মের ভিত
১১ ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা।
Umedprokash@gmail.com
Umedprokash.com
Phone : 01757597724

অনুবাদকের ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তাআলার অগণিত শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি আমাদেরকে বিশুদ্ধ তাওহীদের ধারক-বাহক বানিয়েছেন, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের একনিষ্ঠ অনুসারী বানিয়েছেন। দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সেই মহান মানবের ওপর, যিনি আমাদের বিশুদ্ধ তাওহীদের ওপর রেখে আল্লাহ তাআলার সান্নিধ্যে চলে গিয়েছেন।

ইসলামের ভিত্তিগুলোর মধ্যে যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সেটি হচ্ছে ঈমান ও আকীদা। মূলত এই ভিত্তির মজবুতির ওপরই টিকে থাকে একজন ব্যক্তির দ্বীন। এই ভিত্তি যার নড়বড়ে হয়, কোনো ত্রুটি থাকে, তার দ্বীনও তখন নড়বড়ে হয়, ত্রুটিযুক্ত হয়ে পড়ে। তাই ঈমান ও আকীদা বিশুদ্ধ করা, ত্রুটিমুক্ত করা, সংশয়-সন্দেহ থেকে পবিত্র করা অপরিহার্য বিষয়। কিন্তু সবাই তো এ বিষয়ে পূর্ণ ইলম রাখে না, তাই জরুরি ছিল এমন একটি আকীদা-গ্রন্থের, যেটি হবে ঈমান-আকীদার ইলমের আকর।

সেই মহান কাজটিই আঞ্জাম দিয়েছেন ইমাম তহাবী রহ.। তিনি আকীদার মৌলিক বিষয়গুলোকে এমনভাবে সংকলন করেছেন যে, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের সকল মাসলাক ও মাযহাবের আলেমগণ তা বরণ করে নিয়েছেন। সংক্ষেপে হলেও এখানে তিনি মৌলিক আকিদার বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন। যেটুকু জানলে একজন মানুষের ঈমান ও আকীদা বিশুদ্ধ থাকবে, সে চিনতে পারবে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতকে। তাই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই কিতাবটি মানুষের কাছে গ্রহণীয় ও বরণীয় হয়ে আছে।

কোনো পাঠক কেউ কিতাবে উল্লেখিত কোনো বিষয়ে ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, তাহলে তিনি অবশ্যই কোনো বিজ্ঞ আলেমের সুহবতে গিয়ে ব্যাখ্যা জেনে নেবেন। ঈমান-আকীদা সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে উলামায়ে

কেরামের পরামর্শে কিছু কিতাবও পড়া যেতে পারে।

আমরা চেষ্টা করেছি অনুবাদ যথাসম্ভব মূলানুগ রাখতে। অনুবাদের পর সেটি যত্নসহ নজরে সানী করেছেন মারকাযুল কুরআন ঢাকা সম্মানিত মুহাদ্দিস শায়খ ইউসুফ ওবায়দী হাফিযাহুল্লাহ। শায়খের নজরে সানী কাজটির রওনক আরও বৃদ্ধি করেছে আলহামদুলিল্লাহ।

এরপরও আমরা সবাই মানুষ। ভুলত্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব না। যদি বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের নজরে কোনো ভুল ধরা পড়ে, তাহলে অবশ্যই আমাদের জানানোর অনুরোধ রইল, আমরা সাদরে তা গ্রহণ করব ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা এর লেখককে জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করুন। এর অনুবাদক-সম্পাদক, প্রকাশকসহ যারাই এর সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন, তাদের প্রত্যেককে কবুল করুন। বিশুদ্ধ ঈমান নিয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার তাওফীক দিন। আমীন।

মাআস সালাম
তানজীল আরেফীন আদনান
ঢাকা, বাংলাদেশ।

আকীদাতুত তহাবী

শাইখুল ইমাম আল্লামা আবু জাফর আল-ওয়াররাক আত-তহাবী মিসরে অবস্থানকালে বলেছেন, এই কিতাবে যেসব আকীদা উল্লেখ করা হয়েছে, তা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকীদা। যা ইমামে আযম আবু হানীফা, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হাসান আশ-শাইবানী রহ.-এর মাযহাব (অর্থাৎ হানাফী মাযহাব) অনুসারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। তাঁরা যে আকীদা পোষণ করতেন এবং যে মূলনীতি সামনে রেখে তারা আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করতেন, এগুলো হলো সেসবেরই বিবরণ।

আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে আমাদের আকীদা

আল্লাহ তাআলা একক সত্তা। তাঁর কোনো শরীক নেই, তাঁর সদৃশ কিছুই নেই। কোনো কিছুই তাঁকে অক্ষম করতে বা ঠেকাতে পারবে না এবং তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি সূচনা ছাড়াই অনাদি এবং সমাপ্তিহীন অনন্ত। তিনি নিঃশেষ হবেন না এবং তাঁর কোনো ক্ষয়ও নেই। তাঁর ইচ্ছা ব্যতীত কিছুই ঘটে না। মানবীয় কোনো কল্পনা তাঁর নাগাল পায় না। কোনো অনুমান ও বোধবুদ্ধিও তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে না। কোনো সৃষ্টজীব তাঁর সদৃশ নয়। তিনি চিরঞ্জীব, তাঁর কোনো মৃত্যু নেই। তিনি চির জাগ্রত, কখনো ঘুমান না। তিনি সমস্ত প্রয়োজন থেকে মুক্ত সৃষ্টিকর্তা। অক্লান্ত রিযিকদাতা। নির্ভয়ে প্রাণহরণকারী এবং বিনাকষ্টে পুনরুত্থানকারী।

সৃষ্টির বহু আগ থেকেই তিনি স্বীয় গুণাবলিসহ শাশ্বত সত্তা হিসেবে বিদ্যমান আছেন। পরবর্তী সময়ে সৃষ্টির অস্তিত্বের কারণে তাঁর গুণাবলির মধ্যে এমন কোনো গুণ বৃদ্ধি পায়নি, যা মাখলুক সৃষ্টির আগে ছিল না। তিনি স্বীয় গুণাবলিসহ যেমন অনাদি ছিলেন, সেভাবেই স্বীয় গুণাবলিসহ অনন্তকাল থাকবেন।

এমন নয় যে, তিনি মাখলুক সৃষ্টির পরেই স্বীয় গুণবাচক নাম 'খালিক' অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা ধারণ করেছেন, আর বিশ্ব সৃষ্টির পরেই গুণবাচক নাম 'বারী' তথা 'উদ্ভাবক' অর্জন করেছেন; বরং প্রতিপালিত জিনিস ছাড়াও তাঁর প্রতিপালকের গুণ রয়েছে এবং মাখলুক ছাড়াও তাঁর সৃষ্টিকর্তার গুণ রয়েছে। মৃতকে জীবন দান করার ফলে যেমন তিনি জীবনদানকারী হয়েছেন, তেমনি তাদের জীবনদান করার আগেও তিনি এই গুণে গুণান্বিত ছিলেন। তদ্রূপ তিনি সৃষ্টিজগতের সৃষ্টির পূর্বেই স্রষ্টার গুণে গুণান্বিত ছিলেন। এর কারণ হলো, তিনি সবকিছুর ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান, আর সবকিছুই তাঁর মুখাপেক্ষী এবং সবকিছু তাঁর জন্য সহজ। তিনি কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী নন। কোনো কিছুই তাঁর সদৃশ নয়। তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

আল্লাহ তাআলা স্বজ্ঞানে মাখলুক সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন সবকিছুর পরিমাণ, এবং তাদের হায়াতের সময়সীমাও নির্ধারণ করেছেন।

মাখলুক সৃষ্টির পূর্বে কোনো কিছুই আল্লাহ তাআলার কাছে গোপন, অস্পষ্ট ছিল না। এবং তাদের সৃষ্টির পূর্বেই পরবর্তী কার্যকলাপ সম্পর্কেও তিনি পূর্ণ অবগত ছিলেন।

আল্লাহ তাআলা সমস্ত মাখলুককে তাঁর আনুগত্যের আদেশ দিয়েছেন এবং তাঁর অবাধ্যতা থেকে নিষেধ করেছেন।

সবকিছুই তাঁর ইচ্ছা ও ক্ষমতায় পরিচালিত হয়, সবকিছু কার্যকর হয় তাঁর ইচ্ছায়। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া বান্দার ইচ্ছায় কিছুই কার্যকর হয় না। সুতরাং তিনি বান্দার জন্য যা চান তা-ই হয়, আর যা চান না তা হয় না।

আল্লাহ তাআলা স্বীয় অনুগ্রহে যাকে ইচ্ছা হেদায়াত, আশ্রয় ও নিরাপত্তা দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা ন্যায়ভাবে পথভ্রষ্ট, অপমানিত ও বিপদগ্রস্ত করেন (পরীক্ষায় ফেলেন)। সবাই তাঁর ইচ্ছার অধীনে তাঁর অনুগ্রহ ও ন্যায়বিচারের মাঝে আবর্তিত হয়ে থাকে।

আল্লাহ তাআলার সিদ্ধান্তকে প্রত্যাখ্যান করার কেউ নেই। তাঁর হুকুমকে বাতিল করার কেউ নেই এবং তাঁর আদেশের ওপর প্রভাব বিস্তারকারীও কেউ নেই।

আল্লাহ তাআলা সমস্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ও সমকক্ষের ঊর্ধ্বে।

উল্লেখিত সব বিষয়ের প্রতি আমরা ঈমান আনলাম এবং এই কথার ওপর দৃঢ়

বিশ্বাস রাখছি যে, সবকিছুই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এসেছে।

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে আমাদের আকীদা

নিশ্চয় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাআলার নির্বাচিত বান্দা, মনোনীত নবী ও সন্তোষভাজন রাসূল। তিনি সর্বশেষ নবী। মুত্তাকীদের ইমাম। সমস্ত রাসূলের সর্দার এবং আল্লাহ তাআলার একান্ত প্রিয় বন্ধু। তাঁর পরে নবুওয়াতের যেসব দাবি উঠেছে তা সবই ভ্রষ্টতা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ। তিনি সমস্ত জিন ও মানুষের কাছে সত্য ও হেদায়াত, নূর ও জ্যোতিসহ প্রেরিত হয়েছেন।

কুরআনুল কারীম সম্পর্কে আমাদের আকীদা

কুরআনুল কারীম সন্দেহাতীতভাবে আল্লাহ তাআলার কালাম, যা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কোনো ধরন নির্ধারণ ছাড়া কথা হিসেবে এসেছে। আর আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমকে তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ওহী হিসেবে অবতীর্ণ করেছেন। আর এই কালাম ওহী হওয়ার ব্যাপারে মুমিনরা তাঁকে সত্যায়ন করেছেন। মুমিনগণ দৃঢ় বিশ্বাস করেছেন যে, এটি সত্যিই আল্লাহ তাআলার কালাম, মানুষের কথার মতো সৃষ্টি নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি কুরআনুল কারীম শোনার পর তাকে মানুষের কথা বলে ধারণা করবে, সে কাফের হয়ে যাবে। আর আল্লাহ তাআলা এমন ধারণা পোষণকারীদের প্রতি নিন্দা জানিয়েছেন, তিরস্কার করেছেন এবং তাকে জাহান্নামের শাস্তির ভয় দেখিয়েছেন। যেমন তিনি ইরশাদ করেছেন,

سَأُصْلِيهِ سَقَرَ

'শীঘ্রই আমি তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করব।'[১]

আল্লাহ তাআলা জাহান্নামের আযাবের এই ধমকি তাকেই দিয়েছেন, যে কুরআনুল কারীমের ব্যাপারে বলে,

إِنْ هَٰذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ

'এটা তো মানুষের কথামাত্র।'[২]

---

১. সূরা মুদ্দাসসির, (৭৪) : ২৬

২. সূরা মুদ্দাসসির, (৭৪) : ২৫

সুতরাং আমরা জানলাম, নিঃসন্দেহে এই কুরআন মানুষের স্রষ্টার কালাম। মানুষের কথাবার্তার সাথে এর কোনো সাদৃশ্য নেই।

যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলাকে মানবীয় কোনো গুণে বিশেষায়িত করবে, সে কাফের হয়ে যাবে। সুতরাং যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখবে, সে শিক্ষা গ্রহণ করবে এবং সে কাফেরদের মতো এ-জাতীয় অবান্তর কথা বলা থেকে বিরত থাকবে। আর সে উপলব্ধি করতে পারবে যে, আল্লাহ তাআলা স্বীয় গুণাবলিতে মানুষের মতো নন।

আল্লাহ তাআলার দিদার সম্পর্কে আকীদা

জান্নাতীদের আল্লাহ তাআলার দিদার লাভের বিষয়টি সত্য। তবে এই দিদার লাভ হবে কোনো ধরনের সীমাবদ্ধতা ও ধরন ব্যতীত। যার পদ্ধতিও আমাদের অজানা। যেমনটি আল্লাহ তাআলার কিতাবে এ ব্যাপারে স্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে,

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ. إِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ.

> 'সেদিন কিছু মুখমণ্ডল হবে হাস্যোজ্জ্বল। তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।'[৩]

উপরিউক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা হলো, এই দেখা হবে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছানুসারে, তিনি যেভাবে চান সেভাবেই হবে। আর এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যেসব সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো সেভাবেই গ্রহণ করতে হবে, এবং এর দ্বারা তিনি যে অর্থ উদ্দেশ্য নিয়েছেন সেটাই ধর্তব্য হবে। এতে আমরা নিজেদের মতানুসারে কোনো অপব্যাখ্যা করব না এবং প্রবৃত্তির প্ররোচনায় এতে অনুপ্রবেশ করব না। কারণ দ্বীনের ব্যাপারে কেবল সে ব্যক্তিই ভ্রান্তি ও পদস্খলন থেকে নিরাপদ থাকে, যে নিজেকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিঃশর্তভাবে সমর্পণ করেছে এবং যেসব বিষয়ে তার সংশয় হয়, সে বিষয়টি এ বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞানী আল্লাহ তাআলার কাছে সোপর্দ করে দেয় অথবা বিষয়টি সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞাত আলেমদের নিকট ছেড়ে দেয়।

পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও বশ্যতা মেনে নেয়া ছাড়া কারও ভিত ইসলামে দৃঢ় হতে পারে

---

৩. সূরা কিয়ামাহ, (৭৫) : ২২-২৩

না। সুতরাং যে ব্যক্তি এমন কোনো বিষয়ের জ্ঞান অর্জন করতে চায়, যে বিষয়ে জ্ঞান তার জন্য নিষিদ্ধ এবং যার আত্মা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে সমর্পণ করে সন্তুষ্ট হয়নি, তার এই প্রত্যাশা তাকে নির্ভেজাল তাওহীদ, স্বচ্ছ মারেফাত ও বিশুদ্ধ ঈমান থেকে বঞ্চিত রাখবে। ফলে সে কুফরী ও ঈমান, সত্য ও মিথ্যা, স্বীকার ও অস্বীকারের মাঝে কুমন্ত্রণার শিকার, দিকভ্রান্ত ও সংশয়ী অবস্থায় ঘুরপাক খেতে থাকবে। এমতাবস্থায় সে না হয় পূর্ণ মুমিন, আর না হয় অবিশ্বাসী অস্বীকারকারী।

জান্নাতীদের আল্লাহ তাআলার দিদার লাভের বিষয়টি যে ব্যক্তি জান্নাতীদের কল্পনার বিষয় মনে করবে অথবা নিজের বুঝ অনুযায়ী ভুল ব্যাখ্যা করবে, তার ঈমান বিশুদ্ধ হবে না। কারণ আল্লাহ তাআলার দিদার লাভের বিষয়ে কোনো ধরনের মনগড়া ব্যাখ্যা এবং তাঁর অন্যান্য গুণের ব্যাপারে অনুমান করে ব্যাখ্যা করা শুদ্ধ নয়। তাই এ ধরনের অপব্যাখ্যা বর্জন করে অবিকৃতভাবে তা গ্রহণ করলে এবং আনুগত্য স্বীকার করে নিলেই ঈমান বিশুদ্ধ হবে। আর এটাই হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলিমের দ্বীন।

যে ব্যক্তি (আল্লাহ তাআলার গুণাবলির ক্ষেত্রে) অস্বীকার ও তাশবীহ (সাদৃশ্যপনা) থেকে বিরত থাকতে পারেনি, তার পদস্খলন সুনিশ্চিত। এবং সে সঠিকভাবে আল্লাহ তাআলার পবিত্রতা সাব্যস্ত করতে পারবে না। কারণ আমাদের মহামহিম রব এককত্বের গুণে গুণান্বিত এবং স্বাতন্ত্র্য বিশেষণে বিভূষিত। ভূ-পৃষ্ঠে কেউ তাঁর গুণে গুণান্বিত নয়।

আল্লাহ তাআলা সীমা, পরিধি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, উপাদান-উপকরণের বহু ঊর্ধ্বে। অন্যান্য উদ্ভাবিত বস্তুর মতো ষষ্ঠ দিক তাঁকে পরিবেষ্টন করতে পারে না।

মিরাজ সম্পর্কে আকীদা

মিরাজের ঘটনা সত্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাতে ভ্রমণ করানো হয়েছিল। তাঁকে জাগ্রত অবস্থায় সশরীরে নভোমণ্ডলে ওঠানো হয়েছিল। এরপর আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা অনুসারে আরও উঁচুতে নেয়া হয়েছিল। সেখানে আল্লাহ তাআলা স্বীয় ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁকে সম্মানিত করেছেন এবং তাঁর প্রতি যে বার্তা দেয়ার কথা ছিল তা-ই দিয়েছেন।

হাউযে কাউসার সম্পর্কে আকীদা

হাউযে কাউসার সত্য। যা আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামকে স্বীয় উম্মতের পিপাসা নিবারণের জন্য দান করে সম্মানিত করেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফাআত

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফাআত সত্য, যা তিনি নিজ উম্মতের জন্য সংরক্ষিত রেখেছেন। যেমন হাদীসে এর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

আল্লাহ তাআলার ওয়াদা সম্পর্কে আকীদা

আল্লাহ তাআলা আদম আ. ও তাঁর সন্তানদের থেকে (রূহ জগতে) যে অঙ্গীকার নিয়েছেন তা সত্য।

জান্নাতী ও জাহান্নামীদের সংখ্যা আল্লাহ তাআলা ভালোভাবে জানেন

আল্লাহ তাআলা অনাদিকাল থেকেই ভালোভাবে জানেন যে, কত লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে আর কত লোক জাহান্নামে প্রবেশ করবে। সুতরাং এই সংখ্যা আর বৃদ্ধিও পাবে না, কমবেও না।

আল্লাহ তাআলা সৃষ্টির কর্ম সম্পর্কে অবগত আছেন

আল্লাহ তাআলা নিজ বান্দার কৃতকর্ম সম্পর্কে অনাদিকাল থেকেই অবগত আছেন। যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, তার জন্য সেই কাজ সহজসাধ্য করে দেয়া হয়েছে। এবং মানুষের সকল কাজের মূল্যায়ন করা হবে তার শেষ কাজ দ্বারা।

সৌভাগ্যবান ও হতভাগা কে?

সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ তাআলার ফয়সালার কারণে সৌভাগ্যবান হয়েছে। আর হতভাগা সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ তাআলার ফয়সালার কারণে হতভাগা বলে নির্ধারিত হয়েছে।

তাকদীর সম্পর্কে আকীদা

তাকদীর সম্পর্কে মূল কথা হলো, জগতে এটি আল্লাহ তাআলার গোপন একটি রহস্য। যে রহস্যের ব্যাপারে কোনো নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতা বা নবী-রাসূলও অবগত নন। এই তাকদীর সম্পর্কে গভীর অনুসন্ধান করা ও চিন্তা-ভাবনা করার

পরিণতি হচ্ছে ব্যর্থতা, বঞ্চনার সিঁড়ি ও অবাধ্যতার মাধ্যম। সুতরাং এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা, অনুসন্ধান ও কু-মন্ত্রণা থেকে পরিপূর্ণ বেঁচে থাকা আবশ্যক। কারণ আল্লাহ তাআলা তাকদীরের জ্ঞান তার সৃষ্টিকুল থেকে গোপন রেখেছেন এবং তাদেরকে এর তত্ত্ব উদঘাটনের চেষ্টা করা থেকেও নিষেধ করেছেন। যেমন কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

لَا يُسْـَٔلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْـَٔلُوْ

> 'তিনি যা করেন সে ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করা যাবে না; বরং তাদেরকেই প্রশ্ন করা হবে।'[৪]

সুতরাং যে ব্যক্তি (আপত্তিবশত) এ কথা বলবে যে, তিনি এ কাজ কেন করলেন? সে আল্লাহ তাআলার কিতাবের আদেশকে অমান্য করল। আর যে আল্লাহ তাআলার কিতাবের আদেশকে অমান্য করবে, সে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

মোটকথা, উপরিউক্ত আলোচনার প্রতি আল্লাহর ওলীদের মধ্যে সে ব্যক্তিই মুখাপেক্ষী, যার অন্তর আলোকিত। আর এটাই হচ্ছে দ্বীনের ইলমে পরিপূর্ণ ব্যক্তিদের স্তর। কারণ ইলম হচ্ছে দুই প্রকার :

১. যে ইলম সৃষ্টির কাছে রয়েছে।

২. যেই ইলম সৃষ্টির কাছে নেই।

সুতরাং বিদ্যমান ইলম অস্বীকার করা যেমন কুফরী, অবিদ্যমান ইলমের দাবি করাও কুফরী। আর বিদ্যমান ইলম গ্রহণ করা এবং অবিদ্যমান ইলম অন্বেষণ পরিহার করার মাধ্যমেই ঈমান বিশুদ্ধ হয়।

লাওহে মাহফুয ও কলম সম্পর্কে আকীদা

আমরা লাওহে মাহফুয ও কলমের ওপর ঈমান রাখি এবং কলম যা লিপিবদ্ধ করেছে তাতেও ঈমান রাখি। সুতরাং যা সংঘটিত হবে বলে আল্লাহ তাআলা লাওহে মাহফুযে লিখে রেখেছেন, সমস্ত সৃষ্টজীব মিলেও যদি তা রোধ করার চেষ্টা করে, তাহলেও তারা সক্ষম হবে না। অপরদিকে আল্লাহ তাআলা লাওহে মাহফুযে যা সংঘটিত হওয়ার কথা লেখেননি, সমস্ত সৃষ্টজীব মিলেও যদি তা

৪. সূরা আম্বিয়া, (২১) : ২৩

সংঘটিত করতে চায়, তাহলে এতেও তারা সক্ষম হবে না। কিয়ামত পর্যন্ত যা কিছু ঘটবে, সেগুলো লিখে কলমের কালি শুকিয়ে গেছে।

মানুষের ভাগ্যে যা লেখা আছে সেটাই আসে

বান্দার নসীবে যা নেই, তা সে কখনোই পাবে না। আর যা বান্দার নসীবে লেখা আছে, তা কখনো তার থেকে ছুটে যাবে না।

বান্দার জেনে রাখা উচিত, তার প্রতিটি সংঘটিত বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা আগে থেকেই জানেন। এরপর তিনি সেগুলোকে অকাট্য তাকদীর হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। যেই তাকদীর আসমান-জমিনের কোনো মাখলুক খণ্ডন বা প্রতিহত করতে পারে না। কেউ অপসারণ করা বা পরিবর্তন করারও ক্ষমতা রাখে না। আর এতে কোনো ধরনের কম-বেশিও কেউ করতে পারে না।

আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি করা ব্যতীত কিছুই অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। এবং তাঁর সমস্ত সৃষ্টি সুন্দরই হয়ে থাকে। আর এটাই হচ্ছে ঈমানের মূল, মারিফাতের উৎস এবং আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ ও রুবুবিয়্যাতের স্বীকারোক্তি। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَخَلَقَ كُلَّ شَيۡءٖ فَقَدَّرَهُۥ تَقۡدِيرٗا

'তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তা নির্ধারণ করেছেন যথাযথ অনুপাতে।'[৫]

আল্লাহ তাআলা আরও ইরশাদ করেছেন,

وَكَانَ أَمۡرُ ٱللَّهِ قَدَرٗا مَّقۡدُورًا

'আর আল্লাহর বিধান সুনির্ধারিত, অবশ্যম্ভাবী।'[৬]

তাকদীর অস্বীকারকারী কাফের

সুতরাং যে ব্যক্তি তাকদীরের বিষয়ে আল্লাহ তাআলার সাথে বিরোধ করেছে এবং এ বিষয়ে ব্যাধিগ্রস্ত অন্তর দিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছে, তার ধ্বংস অনিবার্য। নিশ্চয় সে স্বীয় কল্পনা-প্রসূত ধারণা দিয়ে গায়েবের এক নিগূঢ় রহস্যের অনুসন্ধানে

৫. সূরা ফুরকান, (২৫) : ২

৬. সূরা আহযাব, (৩৩) : ৩৮

প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। আর সে তাকদীর সম্পর্কে যা মন্তব্য করেছে, এতে সে নিজেই মিথ্যাবাদী, পাপিষ্ঠে পরিণত হয়েছে।

আরশ ও কুরসী সম্পর্কে আকীদা

আরশ ও কুরসী সত্য। যেমন আল্লাহ তাআলা তাঁর কিতাবে বলেছেন, তিনি আরশ ও অন্যান্য বস্তু থেকে অমুখাপেক্ষী। তিনি সমস্ত বস্তুকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন এবং তিনি সবকিছুরই উর্ধ্বে। কিন্তু সৃষ্টিজগৎ তাঁকে পরিবেষ্টন করতে অক্ষম।

আল্লাহ তাআলার বন্ধুত্ব ও কালাম

আমরা এ কথার ওপর পূর্ণ ঈমান রেখে, এর সত্যতা স্বীকার করে এবং পরিপূর্ণভাবে মেনে নিয়ে বলছি যে, আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে খলীল তথা বন্ধু হিসেবে নির্বাচিত করেছেন এবং মুসা আলাইহিস সালামের সাথে কথা বলেছেন।

ফেরেশতা, নবী ও অবতীর্ণ কিতাবের ওপর ঈমান

আমরা ফেরেশতাগণ, নবী-রাসূলগণ ও অবতীর্ণ কিতাবসমূহের ওপর ঈমান রাখি। এবং এই সাক্ষ্য দিই যে, নবী-রাসূলগণ প্রকাশ্যে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

মুসলমানকে কাফের বলা যাবে না

আমাদের কিবলা বাইতুল্লাহকে যারা কিবলা বলে স্বীকার করে, আমরা তাদেরকে মুসলিম ও মুমিন বলে আখ্যায়িত করি, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত শরীয়তকে স্বীকার করে এবং তাঁর বলা ও সংবাদ দেয়া কথাগুলো সত্যায়ন করে।

আমরা আল্লাহ ও তাঁর দ্বীন এবং কুরআন নিয়ে ঝগড়া করি না

আমরা আল্লাহ তাআলার সত্তা নিয়ে অনর্থক আলোচনায় লিপ্ত হই না এবং তাঁর দ্বীন নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হই না। কুরআনুল কারীম নিয়ে আমরা তর্কে জড়াই না।

কুরআনুল কারীম সম্পর্কে আমাদের আকীদা

আমরা সাক্ষ্য দিই যে, কুরআনুল কারীম জগতের প্রতিপালকের কালাম। যা

নিয়ে এসেছেন হযরত জিবরীল আমীন আ.। এরপর তিনি তা রাসূলদের নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শিখিয়েছেন।

আর আল্লাহ তাআলার কালাম কোনো সৃষ্টির কালামের সমতুল্য হতে পারে না। আমরা একে সৃষ্টি বলি না এবং এ ব্যাপারে মুসলিম জামাতের বিরোধিতাও করি না।

পাপের কারণে কেউ ঈমান থেকে বের হয় না

আমরা কোনো গুনাহের কারণে কোনো আহলে কিবলা (মুসলিমকে) কাফের বলি না, যতক্ষণ না সে ওই গুনাহকে হালাল মনে করে। আর আমরা এ কথাও বলি না যে, ঈমান থাকা অবস্থায় কেউ পাপ করলে তার কোনো ক্ষতি নেই।

আমরা আশা রাখি, নেককার মুমিনদের আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দেবেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তবে আমরা তাদের ব্যাপারে একেবারে নির্ভীক নই, তাদেরকে নিশ্চিতভাবে জান্নাতী বলে সাক্ষ্য দিই না। আর গুনাহগার মুমিনদের জন্য আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করি। আমরা তাদের জন্য আশঙ্কাও করি, আবার তাদের ব্যাপারে নিরাশও হই না।

নির্ভীক ও নিরাশ হওয়া ইসলাম-বহির্ভূত কাজ

(আল্লাহর আযাব থেকে) নির্ভীক হয়ে যাওয়া এবং (আল্লাহর রহমত থেকে) নিরাশ হওয়া মুসলিম জাতির বিশ্বাস-বহির্ভূত দুটি কাজ। আহলে কিবলার জন্য সঠিক পথ রয়েছে এই দুয়ের মাঝামাঝি।

যেসব জিনিস স্বীকার করে মানুষ ঈমানের গণ্ডিতে প্রবেশ করেছে, সেগুলো অস্বীকার করলেই সে ঈমান থেকে বের হয়ে যাবে।

ঈমানের পরিচয়

ঈমান হলো মুখে স্বীকৃতি দেয়া এবং অন্তর দিয়ে সত্যায়ন করা যে, আল্লাহ তাআলা কুরআনে যা কিছু অবতীর্ণ করেছেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা কিছু বিশুদ্ধভাবে বর্ণিত হয়েছে, তার সবই সত্য।

ঈমানে হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না

ঈমান এক জিনিস এবং ঈমানদারগণ ঈমানের মৌলিক বিষয়ে সবাই সমান। তবে

তাদের মধ্যে আল্লাহ তাআলার ভয়, তাকওয়া, কু-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধাচরণ ও উত্তম বস্তু আঁকড়ে ধরার কারণে মর্যাদাগত পার্থক্য হয়ে থাকে।

মুমিনগণ আল্লাহ তাআলার বন্ধু

সব মুমিন আল্লাহ তাআলার ওলী (বন্ধু) এবং তাদের মধ্যে যে আল্লাহ তাআলার বেশি অনুগত এবং কুরআনুল কারীমের বেশি অনুসারী, সে-ই আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে সম্মানিত।

সাতটি বিষয়ের প্রতি ঈমান

ঈমান হলো আল্লাহ তাআলা, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, কিয়ামত দিবস, মৃত্যুর পর পুনরুত্থান, ভালো-মন্দ ও পছন্দনীয়-অপছন্দনীয় তাকদীরের প্রতি ঈমান রাখার নাম। আমরা উল্লেখিত সব বিষয়ের প্রতি দৃঢ়ভাবে ঈমান রাখি। আমরা আল্লাহ তাআলার রাসূলগণের মধ্যে (ঈমানের ক্ষেত্রে) কোনো তারতম্য করি না; বরং তাঁদের আনীত সকল বিষয়কে সত্যায়ন করি।

কোনো মুমিন চিরস্থায়ী জাহান্নামী নয়

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের মধ্যে যারা কবীরা গুনাহ করবে, তারা যদি আল্লাহর তাওহীদে ঈমান রাখা অবস্থায় মারা যায়, তাহলে তারা জাহান্নামের চিরস্থায়ী হবে না। যদি তারা তওবা না করে ঈমানদার অবস্থায় আল্লাহ তাআলার মুখোমুখি হয়, তাহলে তারা আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা ও বিচারের আওতাধীন থাকবে। তিনি চাইলে তাদের ক্ষমা করে দেবেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদের গুনাহ ক্ষমা করবেন। যেমন আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেছেন,

'শিরক ছাড়া অন্য সকল গুনাহ তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।'[৭]

আর তিনি চাইলে ন্যায়বিচার হিসেবে তাদের গুনাহের পরিমাণ অনুযায়ী তাদেরকে জাহান্নামের আযাবও ভোগ করাতে পারেন। এরপর তিনি নিজ

৭. সূরা নিসা, (৪) : ৪৮

অনুগ্রহে ও তাঁর নেক বান্দাদের সুপারিশে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে পাঠাবেন। কারণ আল্লাহ তাআলা তাঁর ঈমানদার বান্দাদের অভিভাবকত্ব নিজেই গ্রহণ করেছেন। তাদেরকে ইহকাল ও পরকালে ওই কাফেরদের সমতুল্য করেননি, যারা তাঁর হেদায়াত থেকে নিজেদের বঞ্চিত করেছে এবং তাঁর বন্ধুত্ব ও অভিভাকত্ব লাভ করতে পারেনি। হে আল্লাহ, হে ইসলাম ও মুসলিমের অভিভাবক, আপনার সাথে সাক্ষাৎ করা পর্যন্ত আমাদের ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখুন।

সব মুমিনের ইকতিদা বৈধ

আমরা প্রত্যেক নেককার ও পাপী মুসলিমের পেছনে নামাজের ইকতিদা করাকে বৈধ মনে করি। এবং মৃত মুসলিমের জানাযার নামাজ পড়া বৈধ মনে করি।

কাউকে অকাট্যভাবে জান্নাতী বা জাহান্নামী বলা অবৈধ

আমরা কোনো মুসলিমকে জান্নাতী বা জাহান্নামী বলে আখ্যায়িত করি না এবং তাদের কারও ব্যাপারে কুফর-শিরক অথবা নিফাকের সাক্ষ্য প্রদান করি না, যতক্ষণ না তাদের থেকে এ ধরনের কোনো কিছু প্রকাশ পায়। আর আমরা তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার আল্লাহ তাআলার ওপর ন্যস্ত করি।

মুসলিমকে হত্যা করা অবৈধ

আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের কারও বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা বৈধ মনে করি না। হ্যাঁ, শরীয়তের বিধান অনুযায়ী যার ওপর অস্ত্র ধারণ করা ওয়াজিব, তার ওপর অস্ত্র উঠানো বৈধ মনে করি।

ইসলামী নেতৃত্বের অবাধ্যতা অবৈধ

আমরা আমাদের আমীর ও নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বৈধ মনে করি না, যদিও তারা জুলুম করে এবং আমরা তাদের ওপর অভিশাপ দিই না, তাদের আনুগত্য পরিত্যাগ করি না। যতক্ষণ না তারা আল্লাহর অবাধ্যতার আদেশ না দেয় ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা তাদের আনুগত্য করাকে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যের অংশ হিসেবে ফরজ মনে করি। আর আমরা তাদের কল্যাণ ও সুস্থতার জন্য দুআ করি।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অনুসরণ

আমরা আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অনুসরণ করি। আর বিচ্ছিন্নতা, বিরোধ ও বিভেদ সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকি।

ন্যায়পরায়ণ আমীরের প্রতি ভালোবাসা আর জালিমের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ

আমরা ন্যায়পরায়ণ ও বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে ভালোবাসি এবং অত্যাচারী ও খিয়ানতকারীদের সাথে বিদ্বেষ পোষণ করি। আর আমরা বলি, যে বিষয়ের জ্ঞান আমাদের কাছে অস্পষ্ট সে বিষয়ে আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

মোজার ওপর মাসাহ করার আকীদা

আমরা সফরে ও ঘরে অবস্থানকালে মোজার ওপর মাসাহ করা বৈধ মনে করি। যেমনটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

হজ ও জিহাদ সম্পর্কে আকীদা

হজ ও জিহাদ দুটিই ফরজ আমল। মুসলিম শাসক চাই নেককার হোক অথবা গুনাহগার—কিয়ামত পর্যন্ত তার অধীনে এই দুটি আমল চলতেই থাকবে। এ দুটি আমলকে কোনো কিছুই বাতিল বা রহিত করতে পারবে না।

কিরামান কাতিবীন ও মালাকুল মাউতের ব্যাপারে আকীদা

আমরা কিরামান কাতিবীন ফেরেশতাদের ওপর ঈমান রাখি। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আমাদের ওপর পর্যবেক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেছেন।

আমরা মালাকুল মাউত ফেরেশতার ওপর ঈমান রাখি, যাকে নিযুক্ত করা হয়েছে সৃষ্টিকুলের রূহ কবজ করার কাজে।

কবরের আযাব সম্পর্কে আকীদা

আমরা উপযুক্ত ব্যক্তিদের ওপর কবরের শাস্তি ও এর নিয়ামতের ওপর ঈমান রাখি। আর আমরা এ কথার ওপরও ঈমান রাখি যে, কবরে মুনকার-নাকীর মৃত ব্যক্তিকে তার রব, তার দ্বীন ও তার নবী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। যা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত অসংখ্য হাদীস ও আছারে রয়েছে। আর কবর হয়তো জান্নাতের একটি বাগান হবে,

অথবা জাহান্নামের একটি গর্ত হবে।

পুনরুত্থান, আমলের প্রতিদান, হিসাব-নিকাশ ও আমলনামা পাঠ সম্পর্কে আকীদা

আমরা পুনরুত্থান, কিয়ামতের দিনে আমলের প্রতিদান, আল্লাহর সামনে আমলনামা পেশ করা, হিসাব-নিকাশ ও আমলনামা পাঠের ব্যাপারে ঈমান রাখি।

সওয়াব, শাস্তি, পুলসিরাত ও মিযানের ওপর আকীদা

আমরা আমলের সওয়াব, শাস্তি, পুলসিরাত ও মিযানের ওপর ঈমান রাখি।

পুনরুত্থান হবে সশরীরে

কিয়ামতের দিনে পুনরুত্থান বলতে সব মৃতদেহকে একত্র করে সেগুলোকে পুনরায় জীবিত করাকে বোঝায়।

জান্নাত-জাহান্নামের ব্যাপারে আকীদা

জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়টিই সৃষ্ট। এ দুটো কখনো নিঃশেষ হবে না এবং কখনো ধ্বংসও হবে না।

আর আল্লাহ তাআলা জান্নাত ও জাহান্নাম অন্যান্য সৃষ্টির পূর্বেই সৃষ্টি করেছেন এবং উভয় স্থানের জন্য উপযুক্ত বাসিন্দাও সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং তিনি তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা নিজ অনুগ্রহে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং যাকে ইচ্ছা নিজ ইনসাফ অনুযায়ী জাহান্নামে পাঠাবেন। প্রত্যেক ব্যক্তি সেই কাজই করে, যা তার জন্য পূর্ব থেকেই নির্ধারণ করা হয়েছে। এবং যাকে যে স্থানের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, সে সেদিকেই যাবে। ভালো-মন্দ সবই বান্দার ভাগ্যে নির্ধারিত রয়েছে।

বান্দার সামর্থ্য

সামর্থ্য দুই প্রকার : ১. এমন সামর্থ্য, যার দ্বারা কাজ সংঘটিত হয়। যেমন কোনো কাজের তাওফীক পাওয়া। আর এটা আল্লাহ তাআলার সাথেই সম্পৃক্ত। কোনো মাখলুক এই গুণে গুণান্বিত হতে পারে না। আর এই সামর্থ্য কাজ সংঘটিত হওয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে।

২. যে সামর্থ্য বলতে বোঝায় বান্দার সুস্থতা, সচ্ছলতা, সক্ষমতা ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের

ত্রুটিমুক্ত হওয়া। আর এই সামর্থ্য প্রত্যেক কাজের পূর্বে থাকা আবশ্যক। এই সামর্থ্যের সাথেই আল্লাহ তাআলার আদেশ-নিষেধ সংশ্লিষ্ট। যেমন আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমে ইরশাদ করেছেন,

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا

> 'আল্লাহ তাআলা কোনো ব্যক্তিকে তার সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না।'[৮]

বান্দার কাজ আল্লাহ তাআলার সৃষ্ট এবং বান্দার উপার্জন

বান্দার যাবতীয় কর্মকাণ্ড আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি এবং বান্দার উপার্জন। আল্লাহ তাআলা বান্দাকে তার সাধ্যের বাইরে কোনো দায়িত্ব অর্পণ করেননি। আর বান্দাও ততটুকু দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম যতটুকু তাকে ন্যস্ত করা হয়েছে। এটাই হলো এই উক্তির ব্যাখ্যা :

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

আমরা বলি, আল্লাহ তাআলার সাহায্য ব্যতীত তাঁর নাফরমানী থেকে বেঁচে থাকার কোনো উপায়, কোনো শক্তি, কোনো ক্রিয়া ফলপ্রসূ হয় না। অনুরূপভাবে আল্লাহ তাআলার তাওফীক ব্যতীত তাঁর ইবাদত করা এবং ইবাদতের ওপর অটল থাকার সাধ্য কারও নেই।

সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছা অনুসারে হয়

সবকিছুই আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা, তাঁর জ্ঞান, তাঁর সিদ্ধান্ত ও তাঁর নির্ধারণ অনুসারেই হয়ে থাকে। তাঁর ইচ্ছা সকল ইচ্ছার ওপরে ক্ষমতাবান। এবং তাঁর সিদ্ধান্ত সকল সিদ্ধান্তের উর্ধ্বে। আল্লাহ তাআলা যা চান তা-ই করেন। তিনি কখনো জুলুম করেন না। আল্লাহ তাআলা সমস্ত আপদ-বিপদ ও কলুষ-কালিমা থেকে মুক্ত। তিনি যা করেন সে ব্যাপারে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না; তবে অন্য সবাইকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

মৃত ব্যক্তিদের জন্য দুআ করা

জীবিত ব্যক্তিদের দুআ ও দানের দ্বারা মৃত ব্যক্তিদের উপকার হয়।

---

৮. সূরা বাকারা, (২) : ২৮৬

আল্লাহ তাআলা দুআ কবুল করেন এবং বান্দার প্রয়োজনও পূরণ করেন।

আল্লাহ তাআলার কিছু গুণাবলি

আল্লাহ তাআলা সবকিছুর মালিক, কেউ তাঁর মালিক নয়। এক মুহূর্তের জন্যও কারও পক্ষে আল্লাহ তাআলার থেকে অমুখাপেক্ষী হওয়া সম্ভব নয়। যে ব্যক্তি এক মুহূর্তের জন্য আল্লাহ তাআলার থেকে অমুখাপেক্ষী হবে, সে কাফের হয়ে যাবে এবং ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

আল্লাহ তাআলার ক্রোধ ও সন্তুষ্টির ব্যাপারে আকীদা

আল্লাহ তাআলা ক্রুদ্ধ হন এবং সন্তুষ্টও হন। তবে তা কোনো মাখলুকের মতো নয়।

সাহাবায়ে কেরামের (রাযি.) ব্যাপারে আকীদা

আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের ভালোবাসি। ভালোবাসার ক্ষেত্রে আমরা তাদের কাউকে নিয়ে কোনো বাড়াবাড়ি করি না। আবার তাদের কারও সঙ্গে আমরা সম্পর্কও ছিন্ন করি না। যারা তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখে এবং তাদেরকে কটাক্ষ করে, আমরা তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করি। আমরা তাদেরকে শুধু উত্তম গুণেই স্মরণ করি। তাদেরকে ভালোবাসা দ্বীন, ঈমান ও ইহসানের লক্ষণ। আর তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা কুফরী, নিফাকী ও অবাধ্যতার নামান্তর।

খিলাফতে রাশীদার ব্যাপারে আকীদা

আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরে সর্বপ্রথম আবু বকর রাযি.-এর খিলাফতকে স্বীকার করি। কারণ তিনি সমস্ত উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও শীর্ষস্থানীয়। এরপর পর্যায়ক্রমে উমর ইবনুল খাত্তাব, উসমান ইবনে আফফান এবং আলী রাযি.-এর খিলাফতকে স্বীকার করি। তাঁরা হলেন খুলাফায়ে রাশিদীন ও হেদায়াতপ্রাপ্ত নেতা।

আশারায়ে মুবাশশারা সম্পর্কে আকীদা

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দশ জন সাহাবীর নাম উল্লেখ করে তাদের জান্নাতী হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন, আমরা তাদের জন্য জান্নাতের সাক্ষ্য

প্রদান করি। কারণ এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে সুসংবাদ দিয়েছেন, আর তাঁর কথা সত্য। তাঁরা হলেন :

১. আবু বকর রাযি.। ২. উমর রাযি.। ৩. উসমান রাযি.। ৪. আলী রাযি.। ৫. তালহা রাযি.। ৬. যুবায়ের ইবনুল আওয়াম রাযি.। ৭. সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাযি.। ৮. সাইদ ইবনে যায়েদ রাযি.। ৯. আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাযি.। ১০. আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ রাযি.।

তাঁরা সবাই এ উম্মতের বিশ্বস্ত লোক। আল্লাহ তাঁদের সবার ওপর সন্তুষ্ট হোন।

সাহাবীদের ব্যাপারে মন্দ মন্তব্য করা যাবে না

যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী, সকল পূত-পবিত্র স্ত্রীগণ এবং তাঁর সন্তান-সন্ততি সম্পর্কে ভালো মন্তব্য করবে, সে নিফাক থেকে মুক্ত থাকবে। পূর্ববর্তী সালাফে সালেহীন আলেমগণ এবং তাদের যথাযথ পদাঙ্ক অনুসারী কল্যাণের অধিকারী হাদীসবিশারদগণ ও ফিকহে পারদর্শী বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সুন্দর গুণের সাথেই স্মরণ করতে হবে। আর যারা তাদের ব্যাপারে বিরূপ মন্তব্য করে, তারা বিপথগামী।

ওলীদের ব্যাপারে আকীদা

আমরা কোনো ওলীকে কোনো নবীর ওপর প্রাধান্য দিই না; বরং আমরা বলি, একজন নবী সমস্ত ওলী থেকে শ্রেষ্ঠ।

আমরা ওলীদের কারামতে বিশ্বাস করি এবং বিশ্বস্ত লোকদের মাধ্যমে বর্ণিত বর্ণনাগুলো বিশ্বাস করি।

কিয়ামতের আলামত

আমরা কিয়ামতের নিম্নে বর্ণিত আলামতগুলোর ওপর ঈমান রাখি :

১. দাজ্জালের আবির্ভাব হওয়া।

২. আসমান থেকে ঈসা আলাইহিস সালামের অবতরণ করা।

৩. ইয়াজুজ-মাজুজের আবির্ভাব হওয়া।

৪.পশ্চিমাকাশে সূর্য উদিত হওয়ার ওপর ঈমান রাখা।

৫. দাব্বাতুল আরদ নামক প্রাণী নিজ স্থান থেকে আবির্ভাবের ওপরও ঈমান রাখা।

গণক ও জ্যোতিষীদের ব্যাপারে আকীদা

আমরা কোনো গণক বা জ্যোতিষীকে বিশ্বাস করি না। এবং যে ব্যক্তি কুরআন-সুন্নাহ ও উম্মতের ইজমার বিরুদ্ধে কথা বলে তাকেও বিশ্বাস করি না।

মুসলিম উম্মাহর ঐক্যবদ্ধ থাকা

আমরা মুসলিম জাতির ঐক্যকে সত্য ও সঠিক মনে করি এবং তা থেকে বিচ্ছিন্নতাকে বক্রতা ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ মনে করি।

আল্লাহর দ্বীন সম্পর্কে আকীদা

আসমান ও জমিনে আল্লাহ তাআলার দ্বীন এক ও অভিন্ন। আর তা হলো ইসলাম। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ

'নিশ্চয় আল্লাহর নিকট একমাত্র দ্বীন হলো ইসলাম।'[৯]

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন,

وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا

'আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।'[১০]

আর এই দ্বীন বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি, তাশবীহ ও তাতীল, জাবরিয়্যাহ ও কদরিয়্যাহ আকীদা, নিশ্চিন্ততা ও নৈরাশ্যের মাঝামাঝি এক দ্বীন।

এগুলোই হচ্ছে আমাদের দ্বীন ও আমাদের আকীদা, যা আমরা প্রকাশ্যে ও অন্তরে পোষণ করি। ওপরে আমরা যা উল্লেখ করেছি এবং সুস্পষ্ট করেছি, যারা এর কোনো কিছুর সাথে বিরোধ করবে, আমাদের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই।

---

৯. সূরা আলে ইমরান, (৩) : ১৯

১০. সূরা মায়েদা, (৫) : ৩

শেষকথা

আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করি, তিনি যেন আমাদের ঈমানের ওপর অটল-অবিচল রাখেন। আমাদেরকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করেন। আর তিনি যেন আমাদের বিভিন্ন প্রবৃত্তি, বিভেদ সৃষ্টিকারী ও বিভ্রান্তিকর মতামত থেকে রক্ষা করেন। যেমন : মুশাব্বিহা, মুতাজিলা, জাহমিয়াহ, জাবরিয়্যাহ, কাদরিয়্যাহ ইত্যাদি ভ্রান্ত দলগুলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের বিরোধিতা করে বিভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ হয়েছে। তাদের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। কারণ আমাদের দৃষ্টিতে তারা ভ্রান্ত ও নিকৃষ্ট। আল্লাহ তাআলার কাছেই যাবতীয় ভ্রান্তি থেকে নিরাপত্তা ও তাওফীক কামনা করি।

আল্লাহ তাআলা আমাদের নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর, তাঁর বংশধর ও সমস্ত সাহাবীদের ওপর রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন। আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি সমগ্র জাহানের প্রতিপালক।

হাজার বছর পার হয়ে গেলেও আবেদন হারায়নি এই রিসালা। ইমাম আবু জা'ফর আহমাদ আত-তহাবী রহ. যে পুস্তিকায় সালাফে সালিহীনের আকীদা বর্ণনা করেছেন। সকল মাযহাব ও মাসলাক সামগ্রিকভাবে যে আকীদার সংকলনকে স্বীকৃতি দিয়েছে, গ্রহণ করে নিয়েছে, তা এই 'আকীদাতুত তহাবী'। দ্বীনের মৌলিক আকীদা জানার জন্য অত্যন্ত সহজ, সংক্ষিপ্ত ও উপকারী সংকলন।

cover • muhareb 01600187761